এস.এম. মাহাবুবুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট
'স্বাধীনতা ভবন'
৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২২২৩৩৮১৮১৩
ই-মেইল : md@bffwt.gov.bd

স্মারক নং-৪৮.০১.০০০০.৪১৫.০০.০০১.২২-৬০৭৫ তারিখঃ ২১ আগষ্ট, ২০২২

বিষয়ঃ অধিক সংখ্যক বৃত্তিপ্রার্থী নির্বাচনের সুবিধার্থে ' বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি'র বিষয়ে ছাত্র/ছাত্রী ও গবেষকদের অবহিতকরণ।

শ্রদ্ধেয় স্যার,

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবার ও তাঁদের পোষ্যদের কল্যাণ সাধনকল্পে ১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯৪/১৯৭২ বলে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠা করেন।

২। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট কর্তৃক ২০১২ সালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান/প্রজন্মদের জন্য বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি চালু করা হয়।

৩। এ বৃত্তির আওতায় প্রতিবছর ৬০০ জন স্নাতক পর্যায়ের ছাত্র/ছাত্রীকে মাসিক ১,০০০/- টাকা (সাধারণ শিক্ষা) ও ১,৫০০/- টাকা মেডিকেল/ইঞ্জিনিয়ার) 'সম্মানজনক বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি' প্রদানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থীরা স্নাতক হতে মাস্টার্স ডিগ্রী পর্যন্ত সময়কালের জন্য (৫ বছরের জন্য) এ বৃত্তি পেয়ে থাকেন।

৪। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর গবেষণার জন্য প্রতিবছর ০২ জন গবেষককে মাসিক ২০,০০০/- টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এ বৃত্তি সাধারণ বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/প্রজন্মদের (নাতি-নাতনি) প্রদান করা হয়ে থাকে।

৫। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট হতে প্রতি বছর দৈনিক পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ছাত্রবৃত্তির বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হলেও শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে আশানুরূপ আবেদন পাওয়া যাচ্ছে না।

৬। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট হতে এ পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা ধারার ৪,২৭৮ জন এবং ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ারিং এ ৬৬০ জনসহ মোট (৪২৭৮+৬৬০) = ৪,৯৩৮ জন শিক্ষার্থীকে বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর গবেষণার জন্য ০৩ জন গবেষককে পিএইচডি বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে বছর ভিত্তিক বৃত্তি প্রদানের সংখ্যা উল্লেখ করা হলো:

বৃত্তির সন	সাধারণ শিক্ষা ধারা	মেডিকেল/ইঞ্জিনিয়ারিং	প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	মন্তব্য
২০১৩	৫২০	৭৯	৫৯৯	
২০১৪	৩৪৪	৩৫	৩৭৯	
২০১৫	৬৬৩	৮০	৭৪৩	
২০১৬	৪৮৫	১০২	৫৮৭	
২০১৭	৫০০	৭৫	৫৭৫	
২০১৮	৪৯৩	৮৪	৫৭৭	
২০১৯	৪৬৭	৬৩	৫৩০	
২০২০	৫০৩	৮৮	৫৯১	
২০২১	৩০২	৫৫	৩৫৭	
			৪,৯৩৮	

৭। উল্লেখ্য যে, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এবং অধিক সংখ্যক বৃত্তিপ্রার্থী নির্বাচনের সুবিধার্থে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান/প্রজন্মদের (নাতি-নাতনি) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট হতে "বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি" প্রদানের বিষয়টি ব্যাপকভাবে অবহিত করা প্রয়োজন। 'বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি'র জন্য আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি: রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত।

৮। বর্ণিতাবস্থায়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/প্রজন্মদের (নাতি-নাতনি) বিষয়টি অবহিত করার জন্য আপনার সু-দৃষ্টি কামনা করছি।

স্বাক্ষরিত/
(এস.এম. মাহাবুবুর রহমান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফোন: ০২২২৩৩৮১৮১৩
ই-মেইল : md@bfft.gov.bd

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

স্মারক নং-শেকৃবি/একা/প্রচার/২(২৩)/১৬/২২১৪ তারিখঃ ২৮-০৯-২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। ডীন, কৃষি অনুষদ/এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট অনুষদ/এনিম্যাল সাইন্স এন্ড ভেটেরিনারী মেডিসিন অনষুদ/ ফিশারিজ, একোয়াকালচার এন্ড মেরিন সায়েন্স অনুষদ/পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ, শেকৃবি, ঢাকা।
২। বিভাগীয় চেয়ারম্যান (সকল) ....., শেকৃবি, ঢাকা।
৩। পরিচালক (সকল) ....., শেকৃবি, ঢাকা।
৪। পরিচালক (আইসিসি), শেকৃবি (বিজ্ঞপ্তিটি শেকৃবি'র ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।
৫। পি.এস.টু ভিসি (ভিসি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), শেকৃবি, ঢাকা।
৬। পি.এ.টু ট্রেজারার/রেজিস্ট্রার (ট্রেজারার/রেজিস্ট্রার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), শেকৃবি, ঢাকা।
৭। সকল নোটিশ বোর্ড, শেকৃবি, ঢাকা।
৮। অফিস কপি।

২৮.০৯.২০২২
(ফারহানা তানিয়া আফরোজ)
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা ও বৃত্তি)
শেকৃবি, ঢাকা-১২০৭

বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি নীতিমালা-২০১২

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট।
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি নীতিমালা-২০১২

ভূমিকাঃ মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, জাতির গৌরব এবং শৌর্য-বীর্যের প্রতীক। মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্নিহিত চেতনা জাতি ও রাষ্ট্রের অমূল্য সম্পদ। এ অমূল্য সম্পদ অনাদিকাল নতুন প্রজন্মের অনুপ্রেরণা এবং সাহস হিসাবে কাজ করবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রধান স্তম্ভ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধুর নামে ছাত্র বৃত্তি মুক্তিযোদ্ধাদের পরবর্তী প্রজন্মের কল্যাণের পাশাপাশি চেতনাকে শক্তিশালী করবে। জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা। তাই এ বৃত্তি প্রদান কার্যক্রমকে "বঙ্গবন্ধু ছাত্র বৃত্তি" নামে অভিহিত করা হবে।

২. বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি পরিচালনা কমিটি ঃ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর নির্বাহী কমিটি পরিচালনা কমিটি হিসাবে কাজ করবে।

৩. সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ-মুক্তিযোদ্ধা-কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টীবোর্ডের ৬৫তম সভার ৩নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি' ফান্ড গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০১২ সালে যারা এইচএসসি পাশ করেছে তাদেরকে অন্তর্ভূক্ত করে এ কার্যক্রম শুরু করা হবে।

৪. উদ্দেশ্যঃ

৪.১ঃ মুক্তিযোদ্ধাদের মেধাবী সন্তান, পরবর্তী প্রজন্মদেরকে লেখা-পড়ায় সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান।

৪.২ঃ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রবাহ নতুন প্রজন্মের মধ্যে জাগ্রত এবং শক্তিশালীকরণ।

৫. নামকরণঃ এ নীতিমালা 'বঙ্গবন্ধু ছাত্র বৃত্তি' নীতিমালা ২০১২নামে অভিহিত হবে।

৬. সংজ্ঞাঃ

৬.১ঃ "মন্ত্রণালয়" বলতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে।

৬.২ঃ "ফান্ড" বলতে বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি ফান্ডকে বুঝাবে।

৬.৩ঃ "বৃত্তি" বলতে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদত্ত বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তিকে বুঝাবে।

৬.৪ঃ "কল্যাণ ট্রাস্ট" বলতে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টকে বুঝাবে।

৬.৫ঃ "নির্বাহী কমিটি" বলতে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর নির্বাহী কমিটিকে বুঝাবে।

৬.৬ঃ "সভাপতি" বলতে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের নির্বাহী কমিটির সভাপতি (মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়)-কে বুঝাবে।

৬.৭ঃ "সদস্য" বলতে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দকে বুঝাবে।

৬.৮ঃ "সদস্য সচিব" বলতে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের নির্বাহী কমিটির-সদস্য সচিব (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট) -কে বুঝাবে।

৬.৯ঃ "মুক্তিযোদ্ধা" বলতে নিম্নোক্ত মানদন্ডের ব্যক্তিবর্গকে বুঝাবেঃ

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত সাময়িক সনদপত্র/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট ও গেজেট ধারীকে বুঝাবে।

৬.১০ঃ "যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা" বলতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সাময়িক সনদপত্র/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট ও গেজেট ধারীকে বুঝাবে।

৬.১১ঃ "মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার" বলতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত সাময়িক সনদপত্র/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট ও গেজেট ধারীকে বুঝাবে।

৬.১২ঃ "শহীদ পরিবার" বলতে শহীদ হিসেবে সনদপ্রাপ্ত শহীদের উত্তরাধিকারীকে বুঝাবে।

৭. শর্তাবলীঃ

৭.১ঃ উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণসহ উচ্চতর শিক্ষায় অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রী বৃত্তির জন্য দরখাস্ত করতে পারবে। উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়ার ২ বৎসর অতিক্রান্তের পূর্বেই এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে হবে।

৭.২ঃ উচ্চ শিক্ষার মোট সময়কাল অর্থাৎ দরখাস্তকারি অধ্যয়নরত সর্বোচ্চ মাষ্টার্স/সমপর্যায় সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এ বৃত্তি চালু থাকবে, এবং তা সর্বোচ্চ ৫ বৎসর বলবৎ থাকবে। তবে, সেশনজটের কারণে অনার্স/ মাষ্টার্স/সমপর্যায় শেষ করতে যে সময় অতিরিক্ত লাগবে সে সময়েও বৃত্তি প্রদান অব্যাহত থাকবে।

৭.৩ঃ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পিএইচডি প্রত্যাশী আবেদনকারীদের মধ্যে থেকে আগ্রহী ও মেধা সম্পন্ন ১/২ জনকে প্রতি বৎসর নীতিমালা অনুসারে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

৮. যোগ্যতা ঃ

৮.১ঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চতর শিক্ষায় অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রী বৃত্তির জন্য দরখাস্ত করতে পারবে। উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়ার দুই বৎসর অতিক্রান্তের পূর্বেই এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে হবে।

৮.২ঃ মুক্তিযোদ্ধার মেধাবী পুত্র কন্যা, পুত্র কন্যার পুত্র কন্যা ও পরবর্তী প্রজন্ম।

৮.৩ঃ যে সকল ছাত্র/ছাত্রীর পিতা/মাতা/অভিভাবকের মাসিক আয় ত্রিশহাজার টাকার নিম্নে বা ১০ বিঘার নিম্নে কৃষি জমির মালিক বা বিভাগীয় শহরে নিজস্ব বাড়ী/ফ্ল্যাট নাই।

৯. অযোগ্যতা ঃ

৯.১ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দুই বৎসর অতিক্রান্ত হলে এ বৃত্তির জন্য আবেদন করা যাবে না।

৯.২ঃ বৃত্তির জন্য পর পর দুইবার অকৃতকার্য আবেদনকারী আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

৯.৩ঃ কোন ছাত্র/ছাত্রীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কোন কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়ার প্রমান পাওয়া গেলে বা নৈতিকভাবে অধ:পতন হলে বা ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত হলে (দেশে/দেশের বাহিরে) আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

৯.৪ঃ যে সকল ছাত্র/ছাত্রীর পিতা-মাতা/অভিভাবকের মাসিক আয় ৩০ হাজার টাকার উর্দ্ধে বা ১০ বিঘা বা তদুর্দ্ধ কৃষি জমির মালিক বা বিভাগীয় শহরে নিজস্ব বাড়ী/ফ্ল্যাট থাকলে।

৯.৫ঃ সরকার ও অন্য কোনো উৎস হতে আবেদনকারি বৃত্তি প্রাপ্ত হলে।

৯.৬ঃ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র কন্যা, পুত্র কন্যার পুত্র কন্যা ও পরবর্তি প্রজন্ম না হলে।

৯.৭ঃ নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদন করা না হলে।